233663 - স্যালাইন, ভিটামিন ইনজেকশন ও শিরাতে পুশকৃত ইনজেকশন কি রোযা নষ্ট করবে?

প্রশ্ন

স্যালাইন, ভিটামিন ইনজেকশন, শিরাতে পুশকৃত ইনজেকশন ও সাপোজিটরি ব্যবহার কি রোযা ভাঙ্গবে? আমি অগ্রগণ্য অভিমতটি জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

যা কিছু পানাহার, কিংবা পানাহারের স্থলাভিষিক্ত সেটাই রোযা ভঙ্গকারীর অন্তর্ভুক্ত। ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন:

“রোযা ভঙ্গকারী বিষয় অনেক। এর মধ্যে রয়েছে- ইচ্ছাকৃত পানাহার। পানাহারের অধীনে পড়বে প্রত্যেক খাদ্য বা পানি যা পেটে প্রবেশ করে। রাইস টিউবের মাধ্যমে নাক দিয়ে যা পেটে পৌঁছানো হয় সেটাও এর অধিভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে খাদ্যের বিকল্প ইনজেকশনও এর অধিভুক্ত হবে।”[ফাতওয়াল লাজনা আদ-দায়িমা (৯/১৭৮)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো হচ্ছে- খাওয়া ও পান করা: সে খাদ্য বা পানীয় যে শ্রেণীরই হোক না কেন। খাওয়া ও পান করার অধিভুক্ত হবে ইনজেকশনসমূহ। অর্থাৎ ঐ সকল ইনজেকশনসমূহ যেগুলো শরীরে পুষ্টি যোগায় কিংবা খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে যে শক্তি অর্জিত হয় এসব ইনজেকশনের মাধ্যমেও একই শক্তি অর্জিত হয়। তাই এগুলো রোযা ভঙ্গ করবে...।”[মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসায়িলি উছাইমীন (১৯/২১)]

তিনি আরও বলেন:

আলেমগণ মুফাত্তিরাত বা রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর অধিভুক্ত করেছেন ঐ সব বিষয়কে যেগুলো পানাহারের পর্যায়ে পড়ে।

যমেন- পুষ্টদিায়ক ইনজকেশন। যে সকল ইনজকেশনরে মাধ্যমে শরীর চাঙ্গা হয় কংিবা রোগে মুক্ত হয় এটি সসেব ইনজকেশন নয়। বরং এটি হচ্ছে পুষ্টদিায়ক ইনজকেশন; যা পানাহাররে স্থলাভষিক্তি। এ আলোচনার ভত্তিতিে যে সব ইনজকেশন পানাহাররে স্থলাভষিক্তি নয় সগেুলো রোযা ভঙ্গ করবে না। চাই সে ইনজকেশন রগে দয়ো হোক কংিবা রানে দয়ো হোক কংিবা অন্য কোনে স্থান দয়িে দয়ো হোক।[শাইখ উছাইমীনরে 'মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিলি উছাইমীন (১৯/১৯৯)]

দুই:

কছিু কছিু রোগীকে রগ দয়িে যে স্যালাইন পুশ করা হয় এটি রোযা ভঙ্গ করবে। কনেনা এটি খাদ্য দ্রব্যরে অন্তর্ভুক্ত। (কারণ এর মধ্যে লবণ ও তরল রয়ছে) যা পটেে প্রবশে করবে এবং এর দ্বারা শরীর উপকৃত হবে।

তনি:

ভটিামনি ইনজকেশন ও রগে পুশ করা ইনজকেশন:

যদি এ সকল ইনজকেশন শরীরকে চাঙ্গা করার জন্য, ব্যথ্যা দূর করার জন্য, কংিবা লাঘব করার জন্য, জ্বর কমানোর জন্য গ্রহণ করা হয় এবং এটি পুষ্টগিুণ সম্পন্ন না হয় তাহলে এসব ইনজকেশনরে কারণে রোযা ভঙ্গ হবে না।

পক্ষান্তর,ে যদি পুষ্টগিুণ সম্পন্ন হয় তাহলে এটি রোযা নষ্ট করবে। কারণ এটি খাবার ও পানীয়রে স্থলাভষিক্তি; তাই এটাকে খাবার ও পানীয়রে হুকুম দয়ো হব।ে

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিি বলনে: চকিৎিসার উদ্দশ্যেে রোযাদাররে জন্য রমযানরে দনিরে বলোয় পশেীতে ইনজকেশন দয়ো জায়যে আছ।ে কন্িতু, রোযাদাররে জন্য খাদ্য-ইনজকেশন গ্রহণ করা নাজায়যে। কনেনা ইনজকেশন গ্রহণ করা খাবার-দাবার গ্রহণ করার ন্যায়। তাই এ ধরণরে ইনজকেশন গ্রহণ করা রমযান মাসে রোযা ভাঙ্গার একটা একটা কৌশল। যদি পশেীতে ও রগরে ইনজকেশন রাতরে বলোয় দয়ো যায় তাহলে সটো উত্তম।[স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র থকেে (১০/২৫২) সমাপ্ত]

চার:

সাপজেটিরি রোযা ভাঙ্গে না। কারণ এটি চকিৎিসার জন্য গ্রহণ করা হয়। এটি খাবার ও পানীয় এর মধ্যে পড়ে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

রোযাদার ব্যক্তি অসুস্থ হলে গুহ্যদ্বার দিয়ে প্রবেশকৃত সাপোজিটরি ব্যবহারে কোন গুনাহ্‌ নেই। কেননা এটি পানাহার নয় এবং পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয়। শরিয়ত প্রণেতা আমাদের উপর শুধু পানাহার করা হারাম করেছেন। অতএব, যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত সেটাকে পানাহারের হুকুম দেয়া হবে। আর যা কিছু এরকম নয় সেগুলো শব্দগত কিংবা অর্থগতভাবে পানাহারের অধীনে পড়বে না। ফলে সেগুলোর জন্য পানাহারের হুকুমও সাব্যস্ত হবে না।[ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলি উছাইমীন (১৯/২০৪]

আরও জানতে দেখুন: 49706 নং, 37749 নং ও 38023 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।